প্রথম আলো

তারিখ ... 4 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

যৌন হয়রানি-প্রতিরোধ নির্দেশনা অমান্য

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ-সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শরীফ এনামুল কবির ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিকীকে ১০ জুন ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। তাঁদের বিরুদ্ধে কেন আদালত অবমাননার অভিযোগে আনা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত। এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) দায়ের করা আদালত অবমানার মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

জানা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে তাঁর নারী সহকর্মী যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন। তদন্ত চলাকালে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরে ১৭, ১৮ ও ৩০ এপ্রিল অভিযোগকারীর নাম উল্লেখ করে তদন্ত-সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত [illegible] একটি টেলিভিশন চ্যানেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য [illegible] আনেননি, অন্যরা তাঁকে দিয়ে অভিযোগ করিয়েছে' এ বক্তব্য দিতে গিয়ে অভিযোগকারীর নাম উল্লেখ করেন। এই নাম প্রকাশ হাইকোর্টের নির্দেশনাপরিপন্থী উল্লেখ করে ২ জুন হাইকোর্টে আদালত অবমানার মামলাটি করে আসক।

গতকাল আসকের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সারা হোসেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী আবু ওবায়দুর রহমান, অবন্তী নুরুল ও আরাফাত হোসেন খান।

সারা হোসেন বলেন, ২০০৮ সালের ১৪ মে হাইকোর্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালায় কয়েক দফা নির্দেশনা দেন। এই নীতিমালার ৮(ক) ও ১০ (৩) বিধানে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগকারীর নাম প্রকাশ করা যাবে না। অভিযোগ তদন্ত কমিটিও অভিযোগকারীর নাম গোপন রাখবে। কিন্তু তা না করায় আসক লিগ্যাল নোটিশ (আইনি নোটিশ) পাঠায়। তাঁরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সন্তোষজনক নয়।